প্রস্তাবনা আহ্বান

(Call for Proposals)

জেন্ডার রেসপনসিভ বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ ইনক্লুসিভ এন্ড ইক্যুইটেবল লোকাল ডেভেলপমেন্ট (আইইএলডি) কর্মসূচি, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (ইউএনসিডিএফ) বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এসএমই, কোম্পানি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণে কাজ করছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জেন্ডার রেসপনসিভ প্রকল্প প্রস্তাবনা আহ্বান করছে। নির্বাচিত প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউএনসিডিএফ আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা (উন্নয়ন অনুদান, সহজ শর্তে ঋণ এবং ঋণ সহজীকরণ গ্যারান্টি) প্রদান করবে যার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয়। সরাসরি নারীর অর্থনৈতিক লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে এমন প্রস্তাবনা বিবেচনায় প্রাধান্য পাবে।

ইউএনসিডিএফ হচ্ছে জাতিসংঘের মূলধন বিনিয়োগ বিষয়ক সংস্থা যা বিশ্বের ৪৭টি অনুন্নত দেশে কাজ করে আসছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে এসডিজি-১ (ক্ষুধামুক্তি), এসডিজি-৫ (জেন্ডার সমতা), এসডিজি-৮ (শোভন কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), এসডিজি-১১ (সহনশীল নগরাঞ্চল) এবং এসডিজি-১৭ (স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পাবলিক এবং প্রাইভেট পুঁজি বিনিয়োগ উন্মুক্তকরণ) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ইউএনসিডিএফ কাজ করে আসছে।

ইউএনসিডিএফ, ইউএনডিপি এবং ইউএন উইমেন এ সংস্থা তিনটির একটি যৌথ কর্মসূচী হচ্ছে আইইএলডি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সমঅংশগ্রহনের অন্তরায় ও কাঠামোগত বাধাসমূহ (অবকাঠামো সুবিধা, বাজারজাতকরণ, সেবাসমূহের নারীদের প্রবেশাধিকার ইত্যাদি) দূর করা হচ্ছে আইইএলডি কর্মসূচীর লক্ষ্য। আইইএলডি স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্টেকহোল্ডারগণের সাথে জেন্ডার রেসপনসিভ অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে আসছে। উল্লেখ্য একই সাথে প্রাইভেট সেক্টরকেও এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নারীদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ করার জন্য আইইএলডি স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা বাছাই ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়নে সহযোগিতা করে আসছে যার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে আইইএলডি ভূমিকা রাখছে।

বিনিয়োগ প্রস্তাবনা আহ্বানঃ এই প্রস্তাবনা আহ্বানে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী প্রাধান্য পায় এমন প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ আহ্বান করা হচ্ছেঃ

১. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অথবা নারী বান্ধব এসএমইঃ নারী মালিকানাধীন, নারী পরিচালিত অথবা নারী কর্তৃক প্রণয়নকৃত বানিজ্যিক বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যা কিনা নারীদের কর্ম-সংস্থান ও চাকরির সুযোগ, আয়-বর্ধন, কারিগরী ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে ভূমিকা রাখে এরুপ প্রকল্প প্রস্তাবনা।

২. স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের স্থানীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দীতা বৃদ্ধি, জেন্ডার বান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে এমন প্রকল্প।

৩. জনসেবা প্রদানমূলক অবকাঠামোঃ পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় উন্নত অবকাঠামো (যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, পণ্য গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ অবকাঠামো, আধুনিক কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ যান্ত্রিক সুবিধাদি এবং জ্বালানি সুবিধাদি উন্নয়ন) ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের উন্নত ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এরুপ প্রকল্প প্রস্তাবনা।

৪. ভ্যালু চেইন অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং বাণিজ্যঃ জেন্ডার রেসপনসিভ এসএমই যা কিনা নারীদের এক বা একাধিক ভ্যালু চেইন সমন্বিতকরণ যেমন - লজিস্টিকস্ ব্যবস্থাপনা, অপারেশনস্ সহায়তা, গুদামজাতকরণ, মানবসম্পদ, প্রকিউরমেন্ট, যোগাযোগ, বিক্রয় ও বাজার ব্যবস্থাপনা, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং সেবা সহ অন্যান্য ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে এবং দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাইরেও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে এমন প্রকল্প।

ইউএনসিডিএফ কর্তৃক সহায়তাসমূহঃ

১) প্রকল্প উন্নয়ন সহায়তাঃ

i. প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান
ii. ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্পের বিনিযোগ প্রস্তাবনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
iii. নারী এসএমই উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা উন্নয়ন, উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পণ্যমান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ, আর্থিক সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সুশাসন ও স্বচ্ছতা এবং পণ্য বাজারজাতকরণে ভ্যালু চেইন অন্তর্ভূক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগিতা করা

২) প্রকল্পের সহিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনঃ

i. প্রকল্পে অর্থায়নের উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং প্রকৃত অর্থায়ন নির্ধারণীতে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে সহায়তা প্রদান করা সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পের আকার এবং আর্থিক চাহিদার ধরণ অনুযায়ী সঠিক বিনিয়োগকারী বাছাই করা)
ii. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রকল্প প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্প উন্নয়নে পুঁজি সহায়তা অথবা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান
iii. ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের করণের জন্য গ্যারান্টি সহায়তা প্রদান। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংকে আংশিক ঋণ গ্যারান্টি প্রদান যা কিনা ব্যাংক থেকে চাহিদাভিত্তিক ঋণ সহজ শর্তে প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়

৩) জেন্ডার সেনসিটিভ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এবং ইমপ্যাক্ট বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদানঃ

i. জেন্ডার সেনসিটিভ কর্মপরিবেশ, উইমেন ইকোনোমিক প্রিন্সিপাল, হি ফর সী মুভমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
ii. স্টাফদের জন্য জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি, জেন্ডার রোল, জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, কর্মক্ষেত্রে ভায়োলেন্স, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
iii. জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রমোট এবং উইমেন ক্যারিয়ার উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান
iv. জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি এবং উইমেন ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট বিষয়ক মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
v. নারী ও পুরুষ কর্মীদের সমরূপ কার্যসম্পাদন অনুসরণে সমপরিমান প্রাপ্যতা প্রদানে সহায়তা প্রদান
vi. বিভিন্ন জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি সুবিধা যেমন স্বাস্থ্যসেবা, অসুস্থতাজনিত ছুটি, পেনশন, পঙ্গুত্বজনিত সেবা, সবেতনে ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা টীমকে সহায়তা প্রদান
vii. সবেতনে মাতৃত্বজনিত/পিতৃত্বজনিত ছুটি, নিরাপদ বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা এবং নারী কর্মীদের ঝুঁকি নির্ধারণ পূর্বক বাড়ী থেকে কর্মস্থলে যাওয়া আসার নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান

প্রাথমিক সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াঃ

i. প্রাতিষ্ঠানিক প্রোফাইলঃ
- সংস্থার কাঠামো এবং কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীদের অন্তর্ভূক্তি তথা সংস্থার পরিচালনা পর্ষদে, ব্যবস্থাপনা এবং পূর্ণকালীন কর্মীদের মধ্যে নারী প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান রয়েছে এরূপ সংস্থা
- কর্মী নিযোগে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং নারী কর্মীদের উন্নয়নে বাস্তবভিত্তিক সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (যেমন জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে)

ii. বাণিজ্যিকভাবে উপযুক্ততাঃ
- রেভিনিউ বৃদ্ধি এবং লাভ সৃষ্টিতে সক্ষম এমন প্রকল্প প্রস্তাবনা অগ্রাধিকার পাবে। বিগত দুই বছর ধরে যে কোম্পানি সফলতা ও লাভজনকতার সাথে কাজ করে আসছে তাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। আবেদনপত্রের সাথে আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত যাবতীয় তথ্যাদি সংযুক্ত আকারে থাকতে হবে।

iii. প্রজেক্ট স্ট্যাটাসঃ

- চলমান প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে প্রকল্প সম্প্রসারণমূলক প্রস্তাব অগ্রাধিকার পাবে। প্রকল্পের ধারণাপত্র ছাড়াও পূর্ব সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি যোগ্য বলে বিবেচিত এরুপ প্রকল্প। ধারণাপত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবসা পরিকল্পনা প্রাথমিক প্রতিপালনযোগ্য ধাপসমূহ (যেমন- লাইসেন্স, পারমিট, টাইটেল ইত্যাদি) উল্লেখ থাকতে হবে।

iv. কোম্পানি সাইজ এবং প্রজেক্ট সাইজঃ

- মধ্যম আকারের কোম্পানি/এসএমইস (বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী) যার মোট সম্পদের পরিমান ১ কোটি টাকা হতে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত এবং ৫০ থেকে ১০০ জন পূর্ণকালীন কর্মী কর্মরত রয়েছে এমন কোম্পানি প্রাধান্য পাবে
- সম্প্রসারণ প্রকল্পের মোট প্রস্তাবনা ব্যয় বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে

v. সাপ্লাই চেইন প্রকিউরমেন্টঃ

- উপকরণ অথবা কাঁচামাল সরবরাহকারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী, উপকরণ সরবরাহকারীদের মধ্যে নারী উপকরণ সরবরাহকারীদের উৎসাহিত করে এরুপ বিধি বিধান রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান
- নারী ও পুরুষ উভয় উপকরণ সরবরাহকারীগণ সমান মূল্য পেয়ে থাকে এমন প্রতিষ্ঠান

vi. দরিদ্রতম জেলাঃ

- বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা যেমন - কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, বান্দরবন, মাগুড়া, কিশোরগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, জামালপুর জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের প্রকল্প প্রস্তাবনা বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হবে

vii. উন্নয়ন ইমপ্যাক্টঃ

- প্রস্তাবনাটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুবিধা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে যেমন কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি, আয়-বর্ধন, নারীদের বানিজ্য ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা

viii. প্রকল্পের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনাঃ

- প্রকল্পটি অবশ্যই প্রয়োজনীয় কারিগরী এবং ব্যবস্থপনায় দক্ষতা সম্পন্ন টীম দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে সুষ্পষ্ট তথ্য প্রমাণাদি প্রকল্প প্রস্তাবনা বিদ্যমাণ থাকবে

ix. প্রতিপালনযোগ্য বিষয়াদিঃ

- এতদসংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রচলিত আইন এবং বিধি-বিধান প্রতিপালনযোগ্য হবে। ইউএনসিডিএফ/ইউএনডিপি পরিবেশগত এবং সামাজিক পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডও প্রতিপালনযোগ্য হবে

নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং মাঠ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ইউএনসিডিএফ ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য ইউএন এজেন্সির (ডেভেলপমেন্ট এবং ফিন্যান্স বিশেষজ্ঞ) সমন্বয়ে গঠিত একটি ইনভেস্টমেন্ট স্ক্রিনিং কমিটি উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়ার আলোকে গৃহীত প্রস্তাবনসমূহ স্কোরিং করবেন।

ডকুমেন্টেশনঃ

প্রাথমিক ধাপের বাছাইকৃত প্রকল্প প্রস্তাবকারীগণ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ঘোষণার তারিখের পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ও সকল কাগজপত্রাদি (যেমন- ব্যবসা বাণিজ্যের সার্টিফিকেশন, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি) জমা দিবেন।

আগ্রহী আবেদনকারীগণের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজনঃ

ইউএনসিডিএফ-এর আয়োজনে অর্ধ-দিবসের একটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাদানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে। এ সেশনে কিভাবে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে এবং প্রকল্প বাছাইয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ সহ সকল বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের সুযোগ থাকবে। যদি আপনি উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থাকতে আগ্রহী হন তাহলে “IELD Pre-submission workshop” উল্লেখপূর্বক asim.karmakar@uncdf.org এ ঠিকানায় ই-মেইল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উক্ত কর্মশালায় আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে ইউএনসিডিএফ কর্তৃক একটি কনফার্মেশন ই-মেইল প্রেরণ করা হবে। কর্মশালার সময় এবং স্থান যথাসময়ে ই-মেইলের মাধ্যমে অবগত করা হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণের দিন প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাদানের নিয়মাবলীঃ উপরের বিষয়াবলীর আলোক কেবলমাত্র সঠিকভাবে পূরণকৃত পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। পূর্ণাঙ্গ আবেদনে নিম্নের তথ্যাদি থাকতে হবে

১. সঠিকভাবে পূরণকৃত এবং প্রত্যয়নকৃত কল ফর প্রপোজাল সাবমিশন ফরম (ওয়ার্ড টেমপ্লেট)
২. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (প্রাইভেট উদ্যোক্তা) অথবা ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সার্টিফিকেশন

নিম্নের ই-মেইলে প্রপোজাল সাবমিশনের পূরণকৃত ফরমটি (ওয়ার্ড টেমপ্লেট) জমা দিতে হবেঃ asim.karmakar@uncdf.org। একজন প্রকল্প প্রস্তাবকারী কেবলমাত্র একটি প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। ই-মেইল এর সাইজ অবশ্যই ১০ মেগাবাইটের নিচে হতে হবে।

প্রকল্প প্রস্তাবনার ভাষাঃ ইংরেজি/বাংলা।

প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়ার শেষ সময়ঃ **১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে।**

উল্লেখিত সময় ও তারিখের পরে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দিলে তা বিবেচিত হবে না। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্প প্রস্তাবনাকারীর সাথে প্রস্তাবনা জমাদানের উল্লেখিত সর্বশেষ সময়সীমার পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে ইউএনসিডিএফ কর্তৃক যোগাযোগ করা হবে।
প্রকল্প প্রস্তাবনার হার্ডকপি নিম্নের ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে সরাসরি জমা দেয়া যাবে।

ইউএন ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
ই/৮-এ, আইডিবি ভবন, লেভেল-৭
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
অথবা,
সফট্কপি ই-মেইল করা যেতে পারেঃ asim.karmakar@uncdf.org

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
অসীম কুমার কর্মকার
ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার - ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট
ইউএনসিডিএফ বাংলাদেশ
ফোনঃ +৮৮-০২-৯১৮৩৪৭১, এক্স. ১০২
ই-মেইলঃ asim.karmakar@uncdf.org